'গোপালচম্পূ' আর নানা গ্রন্থ কৈলা।
ব্রজ-প্রেম-লীলা-রসসার দেখাইলা ॥ ২৩০ ॥
'ষট্‌সন্দর্ভে' কৃষ্ণপ্রেম-তত্ত্ব প্রকাশিলা।
চারিলক্ষ গ্রন্থ তেঁহো বিস্তার করিলা ॥ ২৩১ ॥

জীবগোস্বামীর পূর্ব্ববৃত্তান্ত ; মথুরাগমনের পূর্ব্বে নিত্যানন্দ-কৃপা ও আজ্ঞা-লাভ ঃ—

জীব-গোসাঞি গৌড় হৈতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দপ্রভু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগিলা ॥ ২৩২ ॥
প্রভু প্রীত্যে তাঁর মাথে ধরিলা চরণ।
রূপ-সনাতন-সম্বন্ধে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ২৩৩ ॥

শ্রীসনাতনান্বয় শ্রীরূপানুগগণেরই বৃন্দাবন-বাসে অধিকার-লাভ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—"শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেইস্থানে ॥" ২৩৪ ॥

নিত্যানন্দকৃপা ও আজ্ঞালাভফলে শ্রীজীবের আচার্য্যত্ব ঃ—

তাঁর আজ্ঞায় আইলা, আজ্ঞা-ফল পাইলা।
শাস্ত্র করি' কতকাল 'ভক্তি' প্রচারিলা ॥ ২৩৫ ॥

গ্রন্থকারের শিক্ষাগুরুত্রয় ঃ—

এই তিনগুরু, আর রঘুনাথদাস।
ইঁহা-সবার চরণ বন্দোঁ, যাঁর মুঞি 'দাস' ॥ ২৩৬ ॥

প্রভু-সনাতন-মিলন-সংবাদ শ্রবণে প্রভুর লোক-শিক্ষার অভিপ্রায়ানুভব ঃ—

এই ত' কহিলুঁ পুনঃ সনাতন-সঙ্গমে।
প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে ॥ ২৩৭ ॥

নিরন্তর অনুশীলনরূপ মন্থনফলে চৈতন্যচরিতসিন্ধু হইতে কৃষ্ণপ্রীত্যমৃত-লাভ ঃ—

চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম।
চর্ব্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥ ২৩৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৩৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতন-সঙ্গোৎসবো নাম চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

২৩৬। এই তিন গুরু—(১) শ্রীরূপ, (২) শ্রীসনাতন ও (৩) শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভু।

অনুভাষ্য

ইতি অনুভাষ্যে চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কথাসার—শ্রীহট্টনিবাসী প্রদ্যুম্নমিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে, প্রভু তাঁহাকে রামানন্দের নিকট পাঠাইলেন। দেবদাসীগণের সহিত রামানন্দের ব্যবহার শুনিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু রামানন্দের তত্ত্ব পরে তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। মিশ্র পুনরায় গিয়া রামানন্দের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণ করিলেন। বঙ্গদেশীয় এক বিপ্র মহাপ্রভুর লীলা-সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া আনিলে, স্বরূপ-গোস্বামী তাহা শ্রবণ করত তাহাতে মায়াবাদ-দোষ দেখাইয়া দিলেন, তথাপি তাঁহার কৃত কবিতার দ্বিতীয়ার্থ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন ; সেই কবি চরিতার্থ হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নীলাচলে বৈষ্ণবদিগের আশ্রয়ে রহিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভবরোগগ্রস্ত সংসারার্ণবপতিত অচৈতন্যজীবের চৈতন্য-পদাশ্রয়েই মঙ্গল ঃ—

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্য-ব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥ ১ ॥
জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
জয় জয় কৃপাময় নিত্যানন্দ ধন্য ॥ ২ ॥
জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু জয় ভক্তগণ।
জয় স্বরূপ, গদাধর, রূপ, সনাতন ॥ ৩ ॥

প্রভু ও প্রদ্যুম্নমিশ্র-সংবাদ ; প্রভুর নিকট মিশ্রের কৃষ্ণকথা-শ্রবণার্থ সদৈন্যে প্রার্থনা ঃ—

একদিন প্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ করি' কিছু করে নিবেদনে ॥ ৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটদষ্ট, হিংসাপীড়িত ও দৈন্যসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করিলাম।

অনুভাষ্য

১। বৈগুণ্যকীটকলিনঃ (বৈগুণ্যং কর্ম্ম-বিপাকঃ তদ্রূপেণ কীটেন কলিনঃ দষ্টঃ) পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ (পৈশুন্যং খলত্বং

"শুন, প্রভু, মুঞি দীন গৃহস্থ অধম!
কোন ভাগ্যে পাঞাছোঁ তোমার দুর্ল্লভ চরণ ॥ ৫ ॥
কৃষ্ণকথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
কৃষ্ণকথা কহ মোরে হঞা সদয় ॥" ৬ ॥

প্রভুর অনভিজ্ঞতার ভাণ, শৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভব মিশ্রকে অশৌক্র-বিপ্র-কুলোদ্ভূত চতুর্ব্বর্ণাশ্রমি-গুরু-রামানন্দসমীপে শুশ্রূষু-শিষ্যরূপে অভিগমনার্থ আজ্ঞা ঃ—

প্রভু কহেন,—"কৃষ্ণকথা আমি নাহি জানি।
সবে রামানন্দ জানে, তাঁর মুখে শুনি ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণকথাশ্রবণেচ্ছুর সৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

ভাগ্যে তোমার কৃষ্ণকথা শুনিতে হয় মন।
রামানন্দ-পাশ যাই' করহ শ্রবণ ॥ ৮ ॥

প্রকৃত সৌভাগ্যবানের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ ঃ—

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার—বড় ভাগ্যবান্।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্ ॥ ৯ ॥

সাধ্যভক্তি কৃষ্ণরতি বিনা বৈধ-ধর্ম্মাচরণ নিষ্ফল ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১।২।৮)—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥ ১০ ॥

শ্রীরাধাগোবিন্দে সাক্ষাৎসেবা-সংরত রামানন্দগৃহে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের গমন, রায়ের ভৃত্যকর্ত্তৃক অভ্যর্থনা ঃ—

তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র গেলা রামানন্দের স্থানে।
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে ॥ ১১ ॥

মিশ্রের জিজ্ঞাসাফলে ভৃত্যকর্ত্তৃক মহাভাগবত পরমহংস আত্মারাম রায়ের কৃত্য বর্ণন ঃ—

রায়ের দর্শন না পাঞা সেবকে পুছিল।
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল ॥ ১২ ॥
"দুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী।
নৃত্য-গীতে সুনিপুণা, বয়সে কিশোরী ॥ ১৩ ॥
সেই দুঁহে লঞা রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ-নাটক-গীতের শিখায় নর্ত্তনে ॥ ১৪ ॥

মিশ্রকে কিছুক্ষণ উপবেশনার্থ প্রার্থনা ঃ—

তুমি ইঁহা বসি' রহ, ক্ষণেকে আসিবেন।
তাঁরে যেই আজ্ঞা দেহ, সেই করিবেন ॥" ১৫ ॥

মিশ্রের প্রতীক্ষা ঃ—

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র তাঁহা রহিল বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই-জন লঞা ॥ ১৬ ॥

আত্মারাম-রামানন্দের সাক্ষাৎ শ্রীরাধার চিন্ময়ী সেবা ঃ—

স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন।
স্বহস্তে করান স্নান, গাত্র-সম্মার্জ্জন ॥ ১৭ ॥
স্বহস্তে পরান বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন।
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ॥ ১৮ ॥

জড়ভোগবিরক্ত বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিশিরোমণি বিজিত-ষড়্বেগ শ্রীরামানন্দ-গোস্বামীর স্বভাব ঃ—

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব' ॥ ১৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭। প্রভু কহেন—মহাপ্রভু বলিলেন।

১০। পুরুষের উত্তমরূপ অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণ-কথায় রতি উৎপন্ন না করে, তাহা হইলে সেইধর্ম্মও শ্রমমাত্র।

অনুভাষ্য

তদ্রূপেণ ব্রণেন ক্ষতেন পীড়িতঃ) দৈন্যার্ণবে (দৈন্যসমুদ্রে) নিমগ্নঃ অহং চৈতন্যবৈদ্যং (মহাপ্রভুরূপং চিকিৎসকম্) আশ্রয়ে (আশ্রিতোঽস্মি)।

১০। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীশুকদেবের শিষ্য শ্রীসূতের নিকট শ্রীভাগবত-শ্রবণ-প্রারম্ভে যে ছয়টী প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে 'মানবের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?'—এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে অধোক্ষজ-ভজনকর্ত্তব্যতা-বর্ণনপ্রসঙ্গে বৈধধর্ম্মের সার্থকতালাভের উপায় বলিতেছেন,—

পুংসাং (নরাণাং) যঃ স্বনুষ্ঠিত (সুষ্ঠু সম্পাদিত ধর্ম্মঃ দৈববর্ণা-শ্রমপালনাদিঃ সাধনভক্তিরূপঃ সন্ অপি) যদি বিষ্বক্সেনকথাসু (বিষ্বক্সেনস্য ভগবতঃ ভাগবতস্য কথাসু তন্নামরূপগুণলীলা-কীর্ত্তনাদিষু) রতিং (রুচিং) ন উৎপাদয়েৎ (ন জনয়েৎ) [তর্হি সঃ স্বধর্ম্মঃ] কেবলং (কার্ৎস্ন্যেন) হি (নিশ্চিতং) শ্রমঃ এব (পণ্ডশ্রমঃ নিষ্ফলঃ, তস্য ধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপি সাফল্যং নাস্তি, নিশ্চিতং স ব্যর্থঃ ভবতীত্যর্থঃ—"নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।" ইতি বচনাৎ)।

১৪। নিজ-নাটক—শ্রীরামানন্দরায়-রচিত সংস্কৃত-ভাষায় লিখিত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটক।

১৭। অভ্যঙ্গ-মর্দ্দন—তৈল-মৃক্ষণ।

১৮। মণ্ডন—অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিতকরণ; নির্ব্বিকার—স্ত্রীদর্শনাদিদ্বারা প্রাকৃত-পুরুষাভিমানিগণের ন্যায় নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-নিমিত্ত সর্ব্বত্র অধোক্ষজ-শ্রীরাধাকৃষ্ণদ্রষ্টা (মধ্য ৮ম পঃ ২৭৩, ২৭৪ ও ২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) পরমহংসকুলচূড়ামণি বিদ্বৎ-সন্ন্যাসিগণেরও গুরু রামানন্দপ্রভু জড়ভোগপর হইয়া কায়িক বা মানস-বিকারের বশীভূত হন নাই।

স্বীয় অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহে গোপীভাবে রাগাত্মিক-ভক্তিযাজী মহাভাগবত রায়ের নিজেশ্বরী শ্রীরাধার অপ্রাকৃত চিদ্বিলাস-কৈঙ্কর্য্য ঃ—

সেব্য-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন ।
স্বাভাবিক দাসীভাব করেন আরোপণ ॥ ২০ ॥

গৌরভক্তের অচিন্ত্য মাহাত্ম্য, তন্মধ্যে শ্রীরায়ে ভাব-প্রেম-ভক্তির অবধি বিদ্যমান ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা ।
তাহে রামানন্দের ভাব—ভক্তি-প্রেম-সীমা ॥ ২১ ॥

শ্রীজগন্নাথসম্মুখে স্ব-কৃত 'জগন্নাথবল্লভ'-নাটকের অভিনয়ার্থ জগন্নাথবল্লভোদ্যানে অভিনয়-শিক্ষা-দান ঃ—

তবে সেই দুইজনে নৃত্য শিখাইলা ।
গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইলা ॥ ২২ ॥
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ি-ভাবের লক্ষণ ।
মুখে-নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ ২৩ ॥
ভাবপ্রকটন-লাস্য রায় যে শিখায় ।
জগন্নাথের আগে দুঁহে প্রকট দেখায় ॥ ২৪ ॥

ভোজন-সম্পাদনান্তে দেবদাসীদ্বয়কে অজ্ঞ অক্ষজদ্রষ্টা সমালোচকের মঙ্গলার্থ গোপনে গৃহে প্রেরণ ঃ—

তবে সেই দুইজনে প্রসাদ খাওয়াইলা ।
নিভৃতে দুঁহারে নিজ-ঘরে পাঠাইলা ॥ ২৫ ॥

মহাভাগবত রায়ের সিদ্ধদেহে নিজেশ্বরীর সেবা-চেষ্টা, তর্কপন্থিজীবের অক্ষজজ্ঞানে অগম্যা ঃ—

প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন ।
কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন ?? ২৬ ॥

ভৃত্যের মুখে মিশ্রাগমন-শ্রবণে মানদ রায়ের সভাগৃহে আগমন ঃ—

মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা ।
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা ॥ ২৭ ॥

অমানী ও মানদ রায়ের মিশ্রকে যথোচিত অভিনন্দন ও দৈন্য-জ্ঞাপন ঃ—

মিশ্রেরে নমস্কার করে সম্মান করিয়া ।
নিবেদন করে কিছু বিনীত হঞা ॥ ২৮ ॥
"বহুক্ষণ আইলা, মোরে কেহ না কহিল ।
তোমার চরণে মোর অপরাধ হইল ॥ ২৯ ॥
তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর ।
আজ্ঞা কর, ক্যা করোঁ তোমার কিঙ্কর ॥" ৩০ ॥

মিশ্রের সবিনয়ে প্রত্যুত্তর-দান ঃ—

মিশ্র কহে,—"তোমা দেখিতে হৈল আগমনে ।
আপনা পবিত্র কৈলুঁ তোমার দরশনে ॥" ৩১ ॥

অসময় দেখিয়া সেইদিন মিশ্রের গৃহে প্রত্যাগমন ঃ—

অতিকাল দেখি' মিশ্র কিছু না কহিল ।
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজঘর গেল ॥ ৩২ ॥

অন্যদিবস মিশ্রকে প্রভু রায়সমীপে কৃষ্ণকথালাভ-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিন মিশ্র আইল প্রভু-বিদ্যমানে ।
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকথা শুনিলা রায়স্থানে ??" ৩৩ ॥

প্রভুসমীপে মিশ্রের শ্রীরায়-বৃত্তান্তবর্ণন ঃ—

তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা ।
শুনি' মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ॥ ৩৪ ॥

অমানি-ধর্ম্মের আদর্শশিক্ষক ভগবানের সদৈন্যে আপনা অপেক্ষা স্ব-ভক্তের অধিকতর কৃষ্ণানুরাগ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

"আমি ত' সন্ন্যাসী, আপনারে বিরক্ত করি' মানি ।
দর্শন দূরে, 'প্রকৃতির' নাম যদি শুনি ॥ ৩৫ ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন ।
প্রকৃতি-দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন ?? ৩৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০। রায় রামানন্দ 'জগন্নাথবল্লভ' বলিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটক শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় করিবার জন্য দুই দেবকন্যা অর্থাৎ নবীনা দেবদাসীকে (যাহা-দিগকে এখন 'মাহারী' বলে, তাহাদিগকে) আনাইয়া সেই নাটকের অভিনয়-যোগ্য গোপীভাব শিক্ষা দিতেছিলেন। সেই দুই কন্যা প্রধানা-গোপীদিগের লীলা অভিনয় করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রধানা গোপীরূপে সেব্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া স্বয়ং তদনুগত দাসীর ভাব গ্রহণপূর্ব্বক ভাবী অভিনয়ের গীত-সেবাদি শিক্ষা দিতেছিলেন। শ্রীরামানন্দ আপনাকে শ্রীমতীর দাসী জানিয়া শ্রীমতীর অভিনয়কারিণীতে সেব্য-বুদ্ধি আরোপ করত তাঁহাদের দেহসংস্কার ও মণ্ডনাদি করিতেছিলেন।

অনুভাষ্য

২২। নাটক-লিখিত গীতের অন্তর্নিহিত ভাবগুলি নটীর দ্বারা অপ্রাকৃত ব্রজরস-রসিকের নিকট সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাইতে শিখাইলেন।

২৪। ভাবপ্রকটনলাস্য—ভাবপ্রকাশকারী স্ত্রীনৃত্য।

২৬। প্রত্যহই দেবদাসীগণকে ঐ প্রকার অপ্রাকৃত অভিনয় সাধন করিতে শিক্ষা দেন। ক্ষুদ্র প্রাকৃত-বিষয়ী ইন্দ্রিয়তর্পণরত মানবগণ অচিৎ-ভোগপর মনের দ্বারা প্রভু রামানন্দের কৃষ্ণসেবা-পর অলৌকিক অপ্রাকৃত-শুদ্ধসত্ত্ব-মনোরাজ্য নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না।

৩২। অতিকাল—বাক্যালাপ করিবার কাল অতিক্রান্ত

ইন্দ্রিয়সুখ-লালসা ও যোষিদ্দর্শনপ্রবৃত্তিহীন বিরক্ত বিদ্বৎসন্ন্যাসি-শিরোমণি অধোক্ষজ-দ্রষ্টা মহাভাগবত আত্মারাম শ্রীরামানন্দ-গোস্বামীর চরিত-বর্ণন ঃ—

রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন ।
কহিবার কথা নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন ॥ ৩৭ ॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী ।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥ ৩৮ ॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন ॥ ৩৯ ॥
তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন ।
নানাভাবোদ্গাম তারে করায় শিক্ষণ ॥ ৪০ ॥
নির্ব্বিকার দেহ-মন—কাষ্ঠ-পাষাণ সম!
আশ্চর্য্য,—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ॥ ৪১ ॥

ফলের দ্বারা কারণানুমান ; গুণাতীত শুদ্ধসত্ত্ব চিদ্বস্তুর প্রাকৃত গুণ-স্পর্শ-রাহিত্যহেতু রামানন্দ—অপ্রাকৃত চিদানন্দ-তনু ঃ—

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার ॥ ৪২ ॥

অধোক্ষজ ভক্ত-চিত্তবৃত্তি—অক্ষজজ্ঞানাতীতা ঃ—

তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র ।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ॥ ৪৩ ॥

অমল শব্দপ্রমাণ শ্রীভাগবতের আনুগত্যেই অনুমানের সার্থকতা ; শ্রীরায়ের অপ্রাকৃত চিত্তবৃত্তির হেতু-নির্দ্দেশরূপ সিদ্ধান্ত ঃ—

কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান ।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র—তাহাতে প্রমাণ ॥ ৪৪ ॥

অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা বা রাগানুগা-ভক্তিযাজীর কৃষ্ণলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে সিদ্ধি বা গোস্বামিত্ব ঃ—

ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস ।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥ ৪৫ ॥
হৃদ্রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয় ।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয় ॥ ৪৬ ॥

কৃষ্ণলীলা-শ্রবণকীর্ত্তনে কৃষ্ণপ্রেমানন্দাম্বুধিবর্দ্ধন ঃ—

উজ্জ্বল মধুর-রস প্রেমভক্তি পায় ।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্যে বিহরে সদায় ॥ ৪৭ ॥

ভাগবত-শাস্ত্র-প্রমাণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৩৩।৩৯)—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। তিন গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ,—এই তিনগুণের ক্ষোভে যে স্ত্রী-পুরুষ-ব্যবহারের ইচ্ছা, তাহা তাঁহার হয় না।

৪৮। যিনি অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধান্বিত হইয়া এই রাসপঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদিগের সহিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া-বর্ণন শুনেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীরপুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা-ভক্তি লাভ করত হৃদ্রোগরূপ জড়কামকে শীঘ্রই দূর করেন। তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণলীলা—সমস্তই 'চিন্ময়'। চিন্ময়ী গোপীদিগের সহিত পূর্ণ চিন্ময় (অধোক্ষজ) কৃষ্ণের লীলা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যত্নের সহিত আলোচনা করিতে করিতে চিৎপ্রেমের উদয়-পরিমাণানুসারে জড়াসক্তি এবং জড়কামাদি দূর হইতে থাকে ; সম্পূর্ণ চিন্ময়-লীলা উদিত হইলে আর কিছু-মাত্র জড়কামের গন্ধ থাকে না।

অনুভাষ্য

হইয়াছে অর্থাৎ অসময়ে বাক্যালাপ আরম্ভ হইলে উভয়েরই পক্ষে অসুবিধা হইবে।

৩৫। প্রকৃতি—পুরুষভোগ-যোগ্য 'যোষিৎ' বা স্ত্রীলোক।

৩৮। সব সেবা—সকল প্রকার সেবা (৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

৪০। নানা ভাবোদ্গাম,—কৃষ্ণলীলার অভিনয়োপযোগী তেত্রিশ প্রকার ভাবের প্রকাশ।

অনুভাষ্য

৪১। বর্দ্ধনধর্ম্মরহিত অচেতন কাষ্ঠ এবং দ্রবধর্ম্মরহিত কঠিন প্রস্তরের ন্যায় রামানন্দের শরীর এবং মনের বিকার ঘটে নাই।

৪৫-৪৬। যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত-রাসাদি মধুরলীলা নিজের অপ্রাকৃত-হৃদয়দ্বারা বিশ্বাস করিয়া বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রাকৃত মনসিজ কাম সম্পূর্ণরূপে ক্ষীণ হইয়া যায়। অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলার বক্তা বা শ্রোতা অপ্রাকৃত-রাজ্যেই নিজের অস্তিত্ব অনুভব করায় প্রকৃতির গুণত্রয় তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। তিনি জড়ে পরম নির্গুণ-ভাববিশিষ্ট হইয়া অচঞ্চলমতি এবং কৃষ্ণসেবায় নিজাধিকার বুঝিতে সমর্থ। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের ন্যায় এই প্রসঙ্গে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, 'প্রাকৃত-কামলুব্ধ জীব সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করিবার পরিবর্ত্তে প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজ ভোগময়রাজ্যে বাস করত সাধনভক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণের রাসাদি অপ্রাকৃত বিহার বা লীলাকে নিজ-সদৃশ প্রাকৃত-ভোগের আদর্শ জানিয়া, তাহার শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি করিলেই তাহার জড় কাম বিনষ্ট হইবে।' ইহা নিষেধ করিবার জন্যই মহাপ্রভু 'বিশ্বাস'-শব্দদ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াগণের প্রাকৃত-বুদ্ধি নিরসন করিয়াছেন। শ্রীশুকও (ভাঃ ১০।৩৩।৩০ শ্লোকে)

রাগানুগের নিরন্তর কৃষ্ণলীলানুশীলনে স্বরূপসিদ্ধি ও চিদানন্দতনুত্ব ঃ—

যে শুনে, যে পড়ে, তাঁর ফল এতাদৃশী ।
সেই ভাবাবিষ্ট, যেই সেবে অহর্নিশি ॥ ৪৯ ॥
তাঁর ফল কি কহিমু, কহনে না যায় ।
নিত্যসিদ্ধ সেই, প্রায়-সিদ্ধ তাঁর কায় ॥ ৫০ ॥

রাগাত্মিকা-ভক্তিযাজী নিত্যসিদ্ধ শ্রীরায় ঃ—

রাগানুগ-মার্গে জানি রায়ের ভজন ।
সিদ্ধদেহ-তুল্য, তাতে 'প্রাকৃত' নহে মন ॥ ৫১ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিচেষ্টাময়ী কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্যাই গুরুত্বের নিদর্শন, শৌক্র আভিজাত্যাদি নহে ঃ—

আমিহ রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা ।
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি, পুনঃ যাহ তথা ॥ ৫২ ॥

মিশ্রকে প্রভুর রায়সমীপে শিষ্য-লাভার্থ পুনঃ প্রেরণ ঃ—

মোর নাম কহিহ,—'তেঁহো পাঠাইলা মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥' ৫৩ ॥
শীঘ্র যাহ, যাবৎ তেঁহো আছেন সভাতে ।"
এত শুনি' প্রদ্যুম্ন-মিশ্র চলিলা ত্বরিতে ॥ ৫৪ ॥

মিশ্রের রায়গৃহে গমন, অমানী ও মানদ রায়ের মিশ্রকে অভিনন্দন ঃ—

রায়-পাশে গেল, রায় প্রণতি করিল ।
'আজ্ঞা কর, যে লাগি' আগমন হৈল ॥" ৫৫ ॥

মিশ্রের প্রভুপরিচয় প্রদান ঃ—

মিশ্র কহে,—"মহাপ্রভু পাঠাইলা মোরে ।
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে ॥" ৫৬ ॥

রায়ের আনন্দ ঃ—

শুনি' রামানন্দ রায় হইলা সন্তোষে ।
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর আদেশ-বাণী-শ্রবণে রায়ের স্ব-সৌভাগ্য-বর্ণন ঃ—

"প্রভুর আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা ।
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা??" ৫৮ ॥

গোপনে মিশ্রকে জিজ্ঞাসা ঃ—

এত কহি' তারে লঞা নিভৃতে বসিলা ।
"কি কথা শুনিতে চাহ?" মিশ্রেরে পুছিলা ॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বে রায়প্রভু-সংবাদে বর্ণিত সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাত্মক কৃষ্ণকথার পুনঃ কীর্ত্তনে প্রার্থনা ঃ—

তেঁহো কহে,—"যে কহিলা বিদ্যানগরে ।
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবা আমারে ॥ ৬০ ॥

মিশ্রের দৈন্যোক্তি ঃ—

আনের কি কথা, তুমি—প্রভুর উপদেষ্টা!
আমি ত' ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি—মোর পোষ্টা ॥ ৬১ ॥
ভাল-মন্দ—কিছু আমি পুছিতে না জানি ।
'দীন' দেখি' কৃপা করি' কহিবা আপনি ॥" ৬২ ॥

শ্রীরামানন্দের কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তন ঃ—

তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা ।
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা ॥ ৬৩ ॥

শিষ্যের অধিকার বুঝিয়া স্বয়ংই প্রশ্ন ও উত্তরকারী ঃ—

আপনে প্রশ্ন করি' পাছে করেন সিদ্ধান্ত ।
তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত ॥ ৬৪ ॥

উভয়েই কৃষ্ণকথায় আত্মহারা ঃ—

বক্তা শ্রোতা কহে শুনে দুঁহে প্রেমাবেশে ।
আত্মস্মৃতি নাহি, কাহাঁ জানে দিন-শেষে ॥ ৬৫ ॥

কৃষ্ণকথায় দিবাবসান ঃ—

সেবক কহিল,—"দিন হৈল অবসান ।"
তবে রায় কৃষ্ণকথার করিলা বিশ্রাম ॥ ৬৬ ॥

অনুভাষ্য

বলিয়াছেন,—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্যথা-রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।"*

৪৮। যঃ পুমান্ শ্রদ্ধান্বিতঃ (শ্রদ্ধয়া অপ্রাকৃতসুদৃঢ়বিশ্বাসেন যুক্তঃ সেবোন্মুখঃ সন্) ব্রজবধূভিঃ (গোপীভিঃ সহ) বিষ্ণোঃ (নন্দনন্দনস্য পরমস্য বিভোঃ) ইদং (পূর্ব্বোক্ত-রাসপঞ্চাধ্যায়োক্তং) চ বিক্রীড়িতং (রাসাখ্যাং বিশিষ্টাং ক্রীড়াং) অনুশৃণুয়াৎ (অনু নিরন্তরং গুরুমুখাৎ প্রাকৃতব্যবধানরাহিত্যেন শৃণুয়াৎ) অথ (অনন্তরং) বর্ণয়েৎ (রূপানুগক্রমপথা কৃষ্ণনামরূপগুণলীলাদিকং সঙ্কীর্ত্তনং কুর্য্যাৎ সঃ) ধীরঃ (ষড়্বেগজয়ী অচঞ্চল রাগানুগঃ গোস্বামী) অচিরেণ ভগবতি (কৃষ্ণে) পরাং ভক্তিম্ (উৎকৃষ্টাং প্রেমভক্তিং) প্রতিলভ্য (প্রাপ্য) হৃদ্রোগং (মনোভবকামরূপাধিম্) আশু (শীঘ্রম্) অপহিনোতি (দূরীকরোতি)।

৪৯-৫০। যিনি শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসাদিবিলাস শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীরূপের অপ্রাকৃতভাবানুসারে সর্ব্বক্ষণই শুদ্ধ অকৃত্রিম-রাগাবিষ্ট হইয়া মানসে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁহার অপূর্ব্বফল-প্রাপ্তি প্রাকৃত-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, অথবা তাঁহার সিদ্ধপ্রায় শরীর লোকলোচনের দৃশ্য হইলেও স্বরূপসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণসেবনপর ভাবসমূহের অধিষ্ঠানহেতু অপ্রাকৃতচেষ্টাবিশিষ্ট। কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষায় তাঁহার শরীর সিদ্ধপ্রায় ও অপ্রাকৃত।

** সামর্থ্যহীন অনধিকারী ব্যক্তি কখনও মনের দ্বারাও এরূপ অপ্রাকৃত লীলা আচরণ করিবেন না। রুদ্র-ভিন্ন অপর কেহ সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হন, তেমন মূঢ়তাবশতঃ তাহা আচরণ করিলে তিনি বিনষ্ট হন।*

মিশ্রকে বিদায়-দান ও মিশ্রের হর্ষ ঃ—

বহুসম্মান করি' মিশ্রে বিদায় দিলা ।
'কৃতার্থ হইলাঙ' বলি' নাচিতে লাগিলা ॥ ৬৭ ॥

সন্ধ্যায় প্রভুসমীপে মিশ্রের আগমন ঃ—

ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান, ভোজন ।
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইল প্রভুর চরণ ॥ ৬৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক মিশ্রের কৃষ্ণকথালাভ-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভুর চরণ বন্দে উল্লসিত-মনে ।
প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকথা হইল শ্রবণে ??" ৬৯ ॥

মিশ্রের স্বীয় কৃতার্থতা-জ্ঞাপন ঃ—

মিশ্র কহে,—"প্রভু, মোরে কৃতার্থ করিলা ।
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধির নিষিদ্ধতা ঃ—

রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয় ।
'মনুষ্য' নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥ ৭১ ॥

গুরুদেব শ্রীরামানন্দ-মুখে বক্তা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ঃ—

আর এক কথা রায় কহিলা আমারে ।
'কৃষ্ণকথা-বক্তা করি' না জানিহ মোরে ॥ ৭২ ॥
মোর মুখে কথা কহেন আপনে গৌরচন্দ্র ।
যৈছে কহায়, তৈছে কহি,—যেন বীণাযন্ত্র ॥ ৭৩ ॥

যোগ্যপাত্র রামানন্দমুখে প্রভুর কৃষ্ণকথা-প্রচার ঃ—

মোর মুখে কথা ইঁহা করে পরচার ।
পৃথিবীতে কে জানিবে এ-লীলা তাঁহার ??' ৭৪ ॥

রায়মুখে কীর্ত্তিত ও শ্রুত কৃষ্ণকথা ব্রহ্মারও অগোচর ঃ—

যে-সব শুনিলুঁ, কৃষ্ণ—রসের সাগর ।
ব্রহ্মাদি-দেবের এ সব না হয় গোচর ॥ ৭৫ ॥

প্রভুপদে মিশ্রের আত্মনিবেদন ঃ—

হেন 'রস' পান মোরে করাইলা তুমি ।
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাঙ আমি ॥" ৭৬ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রায়ের আদর্শানুসারী শুদ্ধবৈষ্ণবের স্বভাব-কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু কহে,—"রামানন্দ বিনয়ের খনি ।
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি' ॥ ৭৭ ॥

সাধু-সজ্জন, মহৎ বা বৈষ্ণবের স্বভাব ঃ—

মহানুভবের এইমত 'স্বভাব' হয় ।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥" ৭৮ ॥

অশৌক্রবিপ্রকুলোদ্ভব নিখিল-ব্রাহ্মণকুলগুরু কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী শ্রীরায়ের শ্রোতৃরূপী শিষ্য মিশ্র ঃ—

রামানন্দ-রায়ের এই কহিলুঁ গুণ-লেশ ।
প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে যৈছে কৈলা উপদেশ ॥ ৭৯ ॥

রায়ের মহদ্‌গুণ হইতে শিক্ষণীয় বিষয়—বাহ্যবর্ণাশ্রমাচার কৃষ্ণভক্তি বা গুরুত্বের নিদর্শন নহে ঃ—

'গৃহস্থ' হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে ।
'বিষয়ী' হঞা সন্ন্যাসীরে উপদেশে ॥ ৮০ ॥

রায়ের দ্বারা কৃষ্ণভক্ত বা গুরুর মাহাত্ম্য-প্রদর্শন ঃ—

এইসব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে ।
মিশ্রেরে পাঠাইলা তাঁহা শ্রবণ করিতে ॥ ৮১ ॥

ভক্তগুণ-কীর্ত্তনকারী ভগবান্ ঃ—

ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে ।
নানা-ভঙ্গীতে প্রকাশি' নিজ-লাভ মানে ॥ ৮২ ॥

জগদ্‌গুরু গৌরের লোকশিক্ষা-রহস্য ঃ—

আর এক 'স্বভাব' গৌরের শুন, ভক্তগণ ।
গূঢ় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব করে প্রকটন ॥ ৮৩ ॥

প্রাকৃত বর্ণাশ্রম ও পাণ্ডিত্যাদি—সত্যধর্ম্ম-বক্তৃত্বের নিদর্শন নহে ঃ—

সন্ন্যাসী, পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ ।
নীচ-শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ ॥ ৮৪ ॥

দৃষ্টান্ত—(১) সন্ন্যাসি-বেশধারী স্বয়ং প্রভু ও শৌক্রবিপ্র মিশ্র, উভয়েরই শুশ্রূষু-শিষ্যরূপে গৃহস্থ-বেশধারী ও অশৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভব কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনকারী শ্রীরায়কে গুরুত্বে বরণপূর্ব্বক লোকশিক্ষা ঃ—

'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব' কহে রায়ে করি' 'বক্তা' ।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র-সহ হয় 'শ্রোতা' ॥ ৮৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪-৮৫। (শাঙ্কর) সন্ন্যাসিগণ মনে করেন যে, তাঁহারা সংসারে ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া বেদান্ত-তত্ত্ব অনুশীলন করত জগতের 'গুরু' হইয়াছেন। (শৌক্র) ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) স্মৃতি-অনুসারে তাঁহাদের ন্যায় শৌক্রব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু ; অতএব তাদৃশ শৌক্র-ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত পরমার্থতত্ত্ব শিক্ষা দিবার আর কাহারও

অনুভাষ্য

৮০। শ্রীরামানন্দ প্রভু—প্রাকৃত-লোকচক্ষে প্রবৃত্তিমার্গীয় গৃহস্থ সংযতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহেন বলিয়া প্রতিভাত। প্রাকৃত-গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া গৃহব্রতধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু গৃহস্থিত অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব, অবৈষ্ণব-গৃহস্থের ন্যায় অদান্তগো হইয়া আদৌ ষড়্‌বর্গের বশীভূত হন না। গৃহস্থাশ্রমি-লীলায় শ্রীরামানন্দপ্রভু প্রাকৃত-লোকের ভোগময়-দৃষ্টিতে 'বিষয়ী' হইলেও

(২) যবনকুলোদ্ভূত ঠাকুর-হরিদাসকে জগদ্‌গুরু ও নামাচার্য্যের পদবী-দান ঃ—

হরিদাস-দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশ ।
সনাতনদ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্তবিলাস ॥ ৮৬ ॥

ম্লেচ্ছসঙ্গে বাস করিয়াও (৩) শ্রীসনাতন—কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্ত বা সম্বন্ধজ্ঞানের আচার্য্য ও (৪) শ্রীরূপ—ব্রজপ্রেমভক্তিরস বা অভিধেয়ের আচার্য্য ঃ—

শ্রীরূপ-দ্বারা ব্রজের রস-প্রেম-লীলা ।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা ?? ৮৭ ॥

শ্রীচৈতন্যলীলাসিন্ধুর বিন্দুলাভে জগদুদ্ধার ঃ—

শ্রীচৈতন্যলীলা এই—অমৃতের সিন্ধু ।
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥ ৮৮ ॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলামৃত-পান-ফলে চিদ্বৃত্তির উদয়ে সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয় ও প্রয়োজনলাভ ঃ—

চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান ।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান' ॥ ৮৯ ॥

প্রভুর এইরূপ নীলাচল-লীলা ঃ—

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা ।
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্ববঙ্গবাসী বিপ্রবেশী প্রাকৃত-কবির বৃত্তান্ত ঃ—

বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে ।
নাটক করি' লঞা আইলা শুনাইতে ॥ ৯১ ॥
ভগবান্-আচার্য্য-সনে তার পরিচয় ।
তাঁরে মিলি' তাঁর ঘরে করিল আলয় ॥ ৯২ ॥
প্রথমে নাটক তেঁহো তাঁরে শুনাইল ।
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল ॥ ৯৩ ॥
সবেই প্রশংসে নাটক 'পরম উত্তম' ।
মহাপ্রভুরে শুনাইতে সবার হৈল মন ॥ ৯৪ ॥

স্বরূপদামোদর-কর্ত্তৃক পরীক্ষা-গ্রহণ-নিয়ম ঃ—

গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব—যেই করি' আনে ।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে ॥ ৯৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

অধিকার নাই। এই দুইগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ আপনা হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম শূদ্রকুলোদ্ভূত শুদ্ধ-ভক্তের নিকট ধর্ম্মশিক্ষা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অনেক-সময়ে অনুন্নত-মতি হইয়া পড়েন। বৈষ্ণবধর্ম্মে ইহাই স্বীকৃত আছে যে, যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের ভেদ জানিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বজীবের উপদেষ্টা, ইহাতে জন্মগত বর্ণাদি ও সংস্কারগত আশ্রমাদির অপেক্ষা নাই। জগত্তারণ মহাপ্রভু এই তত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্যই স্বীয় পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি-সন্তান প্রদ্যুম্ন-মিশ্রকে শ্রীরামানন্দের নিকট তত্ত্ব-শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন।

অনুভাষ্য

অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণলীলাই তাঁহার শুদ্ধসত্ত্ব অপ্রাকৃত মনের সর্ব্বক্ষণ উপাস্য-বিষয় হওয়ায় তিনি—কৃষ্ণবিষয়ী, ভগবানের চিদ্বিলাস-বিরোধী নির্ব্বিশেষবাদী তার্কিক নহেন। তিনি ত্যক্ত-বিষয় নির্গুণ সন্ন্যাসিগণকে কৃষ্ণপ্রতীতিহীন জড়বিষয় ত্যাগ করাইয়া কৃষ্ণবিষয়ানুশীলনে প্রবৃত্ত করাইতে সমর্থ।

৮২। ভঙ্গী—চিত্র, কৌশল, উদাহরণ।

৮৩। গূঢ়—অন্তর্নিহিত, অপ্রকাশিত ; ঐশ্বর্য্য-স্বভাব—ঐশীশক্তি, ঐশ্বরিক বল।

৮৪। পণ্ডিত—বেদাধিকারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ; সন্ন্যাসী—ব্রাহ্মণের আশ্রম-চতুষ্টয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম ; লৌকিক-ধারণা-মতে, শৌক্রব্রাহ্মণগণেরই সাবিত্র্যাধিকার, সাবিত্র্যজন্মে বেদাধিকার এবং সাবিত্র্য-বিপ্রজন্ম লাভ করিয়া আশ্রমত্রয় অতিক্রম-

অনুভাষ্য

পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর উন্নত পদবী। ব্রাহ্মণ—ত্রিবর্ণের গুরু এবং সন্ন্যাসী—আশ্রমত্রয়াবস্থিত ব্রাহ্মণের গুরু। তাঁহাদের পদ-মদোথ প্রাকৃত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার বাসনায় প্রাকৃত লৌকিকী-দৃষ্টিতে সর্ব্ব-নিম্নবর্ণ 'শূদ্র' বলিয়া পরিচিত এবং সর্ব্ব-নিম্নাশ্রমী 'গৃহস্থ' বলিয়া পরিচিত শ্রীরামানন্দ-রায়প্রভুদ্বারা প্রদ্যুম্নমিশ্র-নামক শৌক্র-ব্রাহ্মণকে উপদেশ প্রদান করাইলেন এবং গৃহীত-সন্ন্যাস স্বয়ং মহাপ্রভুও শ্রীরামানন্দের প্রচারিত ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিলেন।

আশ্রমসম্বন্ধে শাস্ত্রের সারসিদ্ধান্ত লোকে প্রকট করিবার বাসনায় শ্রীগৌরহরি প্রাকৃত-পণ্ডিতাভিমানী ও ত্যাগাভিমানি-গণের ভ্রমপূর্ণ ধারণার প্রতিকূলে স্বীয় নৈসর্গিক ঐশ্বর্য্যপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সাধারণ মূঢ়-লোক শাস্ত্র-তাৎপর্য্য অবগত নহেন ; তাঁহারা গৌরসুন্দরের আশ্রিত সেবকগণের বিশুদ্ধ সদাচার ও যোগ্যতা দর্শন করিয়া বর্ণাশ্রমসম্বন্ধে শাস্ত্রের সত্য তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন। হরিপরায়ণ অপ্রাকৃত-বৈষ্ণব যে-কোন কুলে উদিত এবং যে-কোন আশ্রমে অবস্থিত হইয়াও যে চারিবর্ণাশ্রমী প্রাকৃতজনে নিত্যদয়াপ্রকাশকারী গুরুদেবরূপে সর্ব্বোচ্চ সত্য-ধর্ম্মাচার্য্য হইতে পারেন,—এ কথা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উল্লিখিত আছে। ভগবান্ গৌরহরি শাস্ত্রের গূঢ় ও যথার্থ উদ্দেশ্য লোকে নির্ব্বিবাদে প্রচারিত করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য-স্বভাব প্রকটিত করিলেন।

৮৮। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসিন্ধুর এক বিন্দুই জগৎকে প্রেম-প্লাবিত করিতে সমর্থ। শ্রীদাস-গোস্বামী, পরবর্ত্তি-যুগে শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু প্রভৃতিও শ্রীমন্মহাপ্রভুর তাদৃশ উদারতার বিকাশ-স্বরূপ।

স্বরূপের অনুমোদন বা পরীক্ষা-উত্তরণান্তে প্রভুর অনুগ্রহ-লাভ ঃ—

স্বরূপ-ঠাঞি উত্তরে যদি, লয় তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ ॥ ৯৬ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর বিরোধই মহাবদান্য প্রভুর ক্রোধের একমাত্র কারণ ঃ—

'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্তবিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ ॥ ৯৭ ॥
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে।
এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে ॥ ৯৮ ॥

স্বরূপসমীপে ভগবান্-আচার্য্যের প্রাকৃত কবির কাব্য-প্রশংসাপূর্ব্বক নিবেদন ঃ—

স্বরূপের ঠাঞি আচার্য্য কৈলা নিবেদন।
"এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম ॥ ৯৯ ॥
আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে।
পাছে মহাপ্রভুরে তবে করাইমু শ্রবণে ॥" ১০০ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ-শ্রেষ্ঠ অন্তর্যামী স্বরূপকর্ত্তৃক ভগবান্-আচার্য্যকে ভর্ৎসনা ঃ—

স্বরূপ কহে,—"তুমি 'গোপ' পরম-উদার।
যে-সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার ॥ ১০১ ॥

গৌরকৃষ্ণের অপ্রীতির একমাত্র হেতু-নির্দ্দেশ ঃ—

'যদ্বা-তদ্বা' কবির বাক্যে হয় 'রসাভাস'।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ ১০২ ॥
'রস', 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার ॥ ১০৩ ॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে, না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার'-জ্ঞান নাহিক যাহার ॥ ১০৪ ॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার!
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার ॥ ১০৫ ॥

গৌরগতপ্রাণ কৃষ্ণভক্তেরই গৌরলীলা-বর্ণনে অধিকার ঃ—

কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌর-পাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণ-ধন ॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যরহিত প্রাকৃত-কবির বহিরঙ্গত্ব, কৃষ্ণসুখতৎপর অপ্রাকৃত কবির অন্তরঙ্গত্ব ঃ—

গ্রাম্য-কবির কবিত্ব শুনিতে হয় 'দুঃখ'।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় 'সুখ' ॥ ১০৭ ॥

অপ্রাকৃত-কবিশিরোমণি শ্রীরূপের উদাহরণ ঃ—

রূপ যৈছে দুই নাটক করিয়াছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে ॥" ১০৮ ॥

তথাপি ভগবান্ আচার্য্যের নির্ব্বন্ধ ঃ—

ভগবান্-আচার্য্য কহে,—"শুন একবার।
তুমি শুনিলে ভাল-মন্দ জানিবে বিচার ॥" ১০৯ ॥

বন্ধু আচার্য্যের নির্ব্বন্ধহেতু শ্রীস্বরূপের শ্রবণেচ্ছা ঃ—

দুই-তিন-দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল।
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল ॥ ১১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০২। 'যদ্বা তদ্বা কবি'—যে-সে কবি অর্থাৎ যাহারা রসতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবসিদ্ধান্ততত্ত্ব ভালরূপে না জানিয়াই কবিতা রচনা করে।

১০৭। গ্রাম্য-কবি—যে-সকল কবি গ্রাম্য স্ত্রী-পুরুষের বিষয়ে কবিতা রচনা করে ; বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য—তত্ত্বজ্ঞান-চতুর শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত আত্মীয় (অর্থাৎ সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ) ব্যক্তির রচনা।

অনুভাষ্য

৯৭। রসাভাস—ভঃ রঃ সিঃ উঃ বিঃ ৯ম লঃ—"পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ।। স্যুস্ত্রিধোপরসাশ্চানুরসাশ্চাপরসাশ্চ তে। উত্তমা মধ্যমাঃ প্রোক্তাঃ কনিষ্ঠাশ্চেত্যমী ক্রমাৎ।। প্রাপ্তৈঃ স্থায়িবিভাবানুভাবাদ্যৈস্তু বিরূপতাম্। শান্তাদয়ো রসা এব দ্বাদশোপরসা মতাঃ।। ভক্তাদিভির্বিভাবাদ্যৈঃ কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিতৈঃ। রসা হাস্যাদয়ঃ সপ্ত শান্তশ্চানুরসা মতাঃ।। কৃষ্ণ-তৎপ্রতিপক্ষশ্চেদ্বিষয়াশ্রয়তাং গতাঃ। হাসাদীনাং তদা তেঽত্র প্রাজ্ঞৈরপরসা মতাঃ।। ভাবাঃ সর্ব্বে তদাভাসা রসাভাসাশ্চ কেচন। অমী প্রোক্তা রসাভিজ্ঞৈঃ সর্ব্বেঽপি রসনাদ্রসাঃ।।" আপাত রস বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও যাহা পূর্ব্বকথিত রসলক্ষণদ্বারা অঙ্গহীন হয়, রসিকগণ তাহাকে 'রসাভাস' বলেন। 'উপরস', 'অনুরস' ও 'অপরস'-ভেদে রসাভাস 'উত্তম', 'মধ্যম' ও 'কনিষ্ঠ' বলিয়া কথিত হয়। বিরূপতা-প্রাপ্ত স্থায়িভাব, বিভাব ও অনুভাবাদিদ্বারা উপলক্ষিত শান্তাদি দ্বাদশটী রস 'উপরস'-নামে কথিত ; কৃষ্ণসম্বন্ধবর্জ্জিত ভক্তাদি বিভাবসমূহদ্বারা উৎপন্ন হাস্যাদি সাতটী রস ও রুক্ষ শান্তরসই 'অনুরস' নামে কথিত। পরস্পর বিরুদ্ধভাবযুক্ত হইয়া কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতিপক্ষ অসুরগণ যদি হাস্যাদি-রসের বিষয়ত্ব ও আশ্রয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ উহাদিগকে 'অপরস' বলেন। ভাবসকলকে কেহ কেহ 'তদাভাস' বা 'রসাভাস' বলেন ; রসতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ স্বাদুত্ব বা আনন্দপ্রদত্ব-হেতুই এই সকলকে 'রস' বলিয়া থাকেন। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—"পরস্পর-বৈরয়োর্যদি যোগস্তদা রসাভাসঃ" অর্থাৎ বিরোধী রসদ্বয়ের যোগ হইলে 'রসাভাস' হয়।

স্বরূপ-সমীপে কবির নান্দী-শ্লোক পঠন ঃ—

সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞি শুনিতে বসিলা।
তবে সেই কবি নান্দী-শ্লোক পড়িলা ॥ ১১১ ॥

নান্দীশ্লোক ঃ—
বঙ্গদেশীয় বিপ্রকৃত শ্লোক—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥ ১১২ ॥

স্বরূপ-ব্যতীত সকলের প্রশংসা ঃ—

শ্লোক শুনি' সর্ব্বলোক তাহারে বাখানে।
স্বরূপ কহে,—"এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে ॥" ১১৩ ॥

মূর্খ-কবির শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মায়াবাদ-দোষ ঃ—

কবি কহে,—"জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর ॥ ১১৪ ॥
সহজ জড়জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে ॥" ১১৫ ॥

সকলের হর্ষ হইলেও জগদ্গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীস্বরূপের ক্রোধ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-অসিদ্বারা কুমত-ছেদনরূপ দয়া ঃ—

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন।
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন ॥ ১১৬ ॥

ক্রোধের কারণ-নির্দ্দেশ—(১) বিষ্ণুতে জীববুদ্ধি—নিরয়জনক ঃ—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
দুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস !! ১১৭ ॥
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায়!! ১১৮ ॥
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ-সমান!! ১১৯ ॥

অক্ষজজ্ঞানী তর্কপন্থী ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞের কৃষ্ণবর্ণন-চেষ্টা—দুঃসাহসিকতা ঃ—

দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি!! ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১২। যিনি কনককান্তি আপনাতে ন্যস্ত বা বিস্তৃত করিয়া বিকশিত কমলনেত্র-স্বরূপ শ্রীজগন্নাথে আত্মতা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রকৃতি-জড়কে অশেষ চেতনা দানপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গলবিধান করুন।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তবিরোধ—ভক্তিমার্গীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ, তত্ত্ববিরোধ।

১১২। কনকরুচিঃ (কনকস্য স্বর্ণস্য ইব রুচিঃ কান্তিঃ যস্য সঃ) যঃ (গৌরঃ) ইহ (অস্মিন্ পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে) বিকচকমল-নেত্রে (বিকচে প্রফুল্লে কমলে ইব নেত্রে যস্য তস্মিন্) শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে (শ্রীজগন্নাথঃ ইতি সংজ্ঞা নামধেয়ং যস্য তস্মিন্) আত্মনি (শরীরে) আত্মতাং (দেহিত্বং) প্রপন্নঃ (প্রাপ্তঃ সন্) প্রকৃতিজড়ং (প্রকৃত্যা জড়ং শ্রীজগন্নাথবিগ্রহম্ অর্চ্চ্যে দারুধীত্বাৎ) অশেষং চেতয়ন্ আবিরাসীৎ (প্রকটো বভূব), সঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) তব ভব্যং (কল্যাণং) দিশতু (বিদধাতু)। [সরস্বতী-পক্ষে তু,—যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে মায়াধীশে দারুব্রহ্মণি ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণে পরমাত্মনি কনকরুচিনা গৌররূপেণ আত্মতাং সর্ব্বথা তদভেদতাং জগন্নাথরূপতাং প্রপন্নঃ, সঃ ইত্যাদিকং স্পষ্টম্]।

১১৪। শরীরী—যাঁহার শরীর তিনি অর্থাৎ দেহী।

১১৮। জগন্নাথবিগ্রহকে দারুময়-প্রতিমা-জ্ঞানে বিনাশশীল এবং প্রাকৃত-দ্রব্যগঠিত জড়বস্তুমাত্র মনে করিলে "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ ** যস্য বা নারকী সঃ।।" এই পাদ্মবচন-বলে তাদৃশ মননকারীর অপরাধ হয়; যেহেতু ভগবদ্ভক্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন তদর্চ্চা-বিগ্রহকে প্রেমানন্দচ্ছুরিত-ভক্তিচক্ষুদ্বারা সাক্ষাৎ পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহস্বরূপে দর্শন করেন।

১১৯। "যথাগ্নের্বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি"—এই শ্রুতিবাক্যে জীব যে বৃহৎ বিষ্ণুরূপ অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সদৃশ অর্থাৎ চিৎকণ, তাহা জানা যায়। মায়াবশ জীবের জড়ে বন্ধনযোগ্যতা থাকিলেও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব নর-শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার জড়াধীন ক্ষুদ্র-জীবত্ব,—এরূপ নহে; তিনি মায়াধীশ, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ যশোদানন্দন; (ভাঃ ১।১১।৩৯)—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতি-স্থোঽপি তদ্গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।"*

১২০। 'দুই-ঠাঞি'—শ্রীজগন্নাথদেব এবং শ্রীচৈতনদেব, উভয়কে প্রপঞ্চান্তর্গত জড় ও জীবরূপে বিচার করায়—একের প্রাকৃত দেহস্থ চিৎকণ অন্যের প্রাকৃতদেহে প্রবেশ করিয়াছে, মনে করায়,—দুই স্থানে অপরাধ। 'অতত্ত্বজ্ঞ'—যাহার তত্ত্ববোধ নাই অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদী, ফলভোগী কর্ম্মী অথবা স্বেচ্ছাচারী সদসদ্বিবেকহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি; 'তত্ত্ব-বর্ণে'—তত্ত্ব অর্থাৎ ভগবৎবিষয় বর্ণন করে।

** ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রাকৃত-জগতে প্রবেশ করিয়াও তিনি প্রাকৃত-গুণের দ্বারা যুক্ত হন না। তিনি স্বয়ং সর্ব্বদা আত্মস্থ। তাঁহার আশ্রিত জীববুদ্ধিও তদ্রূপ।*

(২) ঈশ্বরের দেহদেহি-ভেদ-নির্দ্দেশরূপ অপরাধই প্রমাদ ঃ—

আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'!
দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে 'অপরাধ'!! ১২১ ॥

অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুর নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একই ঃ—

ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ ।
স্বরূপ, দেহ,—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ॥ ১২২ ॥

লঘুভাগবতামৃত (১।৫।৩৪২)-ধৃত কৌর্ম্ম-বচন—

"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥" ১২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৯।৩-৪)—

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥ ১২৪ ॥
তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাম্ ।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যোঽনাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥ ১২৫ ॥

পরমেশ্বর বিষ্ণু ও বশ্য-জীবে 'ভেদ' ঃ—

কাঁহা 'পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য' কৃষ্ণ 'মহেশ্বর'!
কাঁহা 'ক্ষুদ্র' জীব 'দুঃখী', 'মায়ার কিঙ্কর'!! ১২৬ ॥

প্রমাণ ঃ—

ভগবৎসন্দর্ভে-ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য, ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥" ১২৭ ॥

সকলের বিস্ময় ঃ—

শুনি' সভাসদের হৈল মহা-চমৎকার ।
'সত্য কহে গোসাঞি, করিয়াছে তিরস্কার ॥' ১২৮ ॥

অক্ষজজ্ঞানী, প্রাকৃত কবির লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় ঃ—

শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা, ভয়, বিস্ময় ।
হংস-মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয় ॥ ১২৯ ॥

মহাবদান্য শ্রীস্বরূপের অমন্দোদয়া দয়া ঃ—

তার দুঃখ দেখি' স্বরূপ পরম-সদয় ।
উপদেশ কৈলা তারে যৈছে 'হিত' হয় ॥ ১৩০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২৩। ঈশ্বরে (কখনও এই) দেহ-দেহি-ভেদ নাই।

অনুভাষ্য

১২১। বদ্ধজীবের ন্যায় জ্ঞান করিয়া ঈশ্বরের দেহকে এবং দেহীকে পরস্পর ভিন্ন বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে 'অপরাধ' হয়। প্রাকৃত-জগতে গুণমায়া-গঠিত বদ্ধজীবের দেহসত্তা এবং জীবমায়া বা তটস্থ-শক্তিগঠিত জীবানুভূতি হয়। ঈশ্বর ও বদ্ধ-জীবে ভেদ এই যে, ঈশ্বর—কর্ম্মফলদাতা এবং কর্ম্মফলাধীশ অর্থাৎ সর্ব্বকারণকারণ মায়াধীশ প্রভু ও বিভুতত্ত্ব ; জীব—বদ্ধাবস্থায় কর্ম্মফলভোক্তা ও কর্ম্মফলাধীন এবং মুক্তাবস্থাতেও নিজ-স্বরূপে ঈশ্বরসেবা-নিরত অর্থাৎ ঈশ্বর কোনকালেই মায়া-বশবর্ত্তী নহেন, আর জীব—মায়াধীনতা-যোগ্য ; ঈশ্বর—অপরি-মেয় বা অখণ্ডচেতন, জীব—পরিমেয় বা খণ্ডচেতন। বদ্ধ-জীবের নশ্বর অনিত্য দেহ—মায়িক বা জড় ; মুক্ত বা শুদ্ধজীবের অপ্রাকৃত-দেহও নিত্য, আর মায়াতীত ঈশ্বরও নিত্য সবিশেষ-বিগ্রহ। প্রপঞ্চে তাঁহার নিত্যবিগ্রহ অচিন্ত্য নিজ-শক্তিবলে উদিত হইলেও তাহা কখনই প্রাপঞ্চিক-ধর্ম্মবিশিষ্ট মায়িক বা প্রাকৃত নহে ; (ভাঃ ১।১১।৩৯)—"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্-গুণৈঃ। ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথাবুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।" নিত্যবিগ্রহকে 'নির্ব্বিশেষ' করিবার ছলে দেহদেহিভেদচেষ্টা—মহা অপরাধের কার্য্য।

১২২। অদ্বয়জ্ঞানই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ ; 'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদঃ' শ্লোকে তত্ত্বস্বরূপনির্ণয়ে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে দ্বৈতবস্তু-বুদ্ধি নিরস্ত হইয়াছে। তিনি—অদ্বয়জ্ঞান, সুতরাং তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা জড়-জগতের বস্তুর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন নহে, ঐকান্তিক 'অভিন্ন' বলিয়া জানিতে হইবে। ঈশ্বরের দেহদেহি-ভেদ-জ্ঞানই তাঁহাকে 'বদ্ধজীব' বলিয়া ভ্রমের হেতু ; কেননা, বদ্ধজীবে অদ্বয়-জ্ঞান-প্রতীতির অভাব।

১২৩। ঈশ্বরে (পরমাত্মনি সবিশেষতত্ত্ববস্তুনি ভগবতি) অয়ং দেহদেহিবিভাগঃ (নাম একং নামী চ অন্যঃ, রূপং একং রূপী চ ভিন্নঃ, গুণঃ একঃ গুণী চ ভিন্নঃ, লীলা একা লীলাময়ো ভিন্নঃ, —এবম্ভূতো মায়াকৃতঃ খণ্ডঃ) [অদ্বয়জ্ঞানে শুদ্ধসত্ত্বময়ে বিষ্ণৌ] ক্বচিৎ (গোলোকে পরব্যোম্নি দেবীধাম্নি বা চতুর্দ্দশভুবনান্তর্মধ্যে চ) ন বিদ্যতে।

১২৪। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৫। মধ্য, ২৫শ পঃ ৩৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৬। কোথায় মহা-পরমেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণানন্দময় ঐশ্বর্য্য-বিগ্রহ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের মহা-ক্লেশপূর্ণ মায়াপদবীর দাস্য! এতদুভয়ের সমতা দূরে যাউক, তুলনাও অসম্ভব।

১২৭। মধ্য ১৮শ পঃ ১১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

তদুপলক্ষে সর্ব্বজীবের প্রতি বৈষ্ণবাচার্য্য অভিন্ন-গৌর শ্রীস্বরূপের চরম হিতোপদেশ ঃ—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩১ ॥

চৈতন্যভক্ত বা শুদ্ধচিদ্বৃত্তির অনুশীলনকারীর সঙ্গফলেই শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান-লাভ ঃ—

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ' ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥ ১৩২ ॥

ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানই বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের ফল ঃ—

তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল ॥ ১৩৩ ॥
এই শ্লোক করিয়াছ পাঞা সন্তোষ ।
তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহায় লাগে 'দোষ' ॥ ১৩৪ ॥

মূর্খ বা বিদ্বেষীর কৃষ্ণনিন্দোক্তিদ্বারাও কৃষ্ণসেবিকা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-রূপিণী শুদ্ধ-সরস্বতীর গৌর-কৃষ্ণ-সেবা ঃ—

তুমি যৈছে-তৈছে কহ, না জানিয়া রীতি ।
সরস্বতী সেই-শব্দে করিয়াছে স্তুতি ॥ ১৩৫ ॥
যৈছে দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন ।
সেই-শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৬ ॥

অক্ষজজ্ঞানী ইন্দ্রের নিন্দোক্তি-দৃষ্টান্ত ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২৫।৫)—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্ ।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্ ॥ ১৩৭ ॥

প্রাকৃত অহঙ্কারদৃপ্ত ইন্দ্র ঃ—

ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত ইন্দ্র,—যেন মাতোয়াল ।
বুদ্ধিনাশ হৈল, কেবল নাহিক সাম্ভাল ॥ ১৩৮ ॥

ইন্দ্রের মুখে নিন্দোক্তিদ্বারাই শুদ্ধা-সরস্বতীর কৃষ্ণস্তুতি ঃ—

ইন্দ্র বলে,—"মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন ।"
তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৩৯ ॥

শুদ্ধাসরস্বতীকর্ত্তৃক শব্দসমূহের ব্যাখ্যা—(১) 'বাচাল', (২) 'বালিশ' ঃ—

'বাচাল' কহিয়ে—'বেদপ্রবর্ত্তক' ধন্য ।
'বালিশ'—তথাপি 'শিশুপ্রায়' গর্ব্বশূন্য ॥ ১৪০ ॥

(৩) 'স্তব্ধ', (৪) 'অজ্ঞ' ঃ—

বন্দ্যাভাবে 'অনম্র'—'স্তব্ধ'-শব্দে কয় ।
যাহা হৈতে অন্য 'বিজ্ঞ' নাহি—সে 'অজ্ঞ' হয় ॥ ১৪১ ॥

(৫) 'পণ্ডিতাভিমানী' ও (৬) 'মর্ত্ত্য' ঃ—

পণ্ডিতের মান্য পাত্র—হয় 'পণ্ডিতমানী' ।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য'-অভিমানী ॥ ১৪২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। ইন্দ্র কহিলেন,—এই বাচাল, মূঢ়, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে আশ্রয়পূর্ব্বক গোপসকল আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে।

১৪১। বন্দ্যাভাবে 'অনম্র' স্তব্ধ-শব্দে কয়—যাঁহার বন্দ্য আর কেহ নাই, সুতরাং তিনি অনম্র,—ইহা স্তব্ধ-শব্দে প্রকাশ।

অনুভাষ্য

১৩১। নির্ব্বিশেষ কেবলাদ্বৈত-মতনিষ্ঠ মায়াবাদীর নিকট বা ভক্তিহীন শব্দচতুর বৈয়াকরণের নিকট বা অর্থগৃধ্নু বিষয়সেবীর নিকট ভাগবত পড়িতে বা শুনিতে গেলে তৎফলে কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হইবে না, পরন্তু কৃষ্ণরসের পরিবর্ত্তে জড়রসভোগ বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। ত্যক্তবিষয় পরমহংস-বৈষ্ণবের নিকটই ভাগবত পড়িতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত চরণাশ্রিত হইয়া তাঁহার প্রদর্শিত ভাগবতার্থই বৈষ্ণবের একমাত্র সম্পত্তি।

১৩২। শ্রীচৈতন্যভক্তগণ—নিত্য-হরিপার্ষদ ও অপ্রাকৃত-তত্ত্বের একমাত্র জ্ঞাতা। তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে অনবচ্ছিন্ন সঙ্গ করিলে জীবের প্রাকৃত-ভোগোত্থ অজ্ঞানসমূহ নিরস্ত হইয়া যথার্থ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত উপলব্ধ হইবে।

১৩৪। দুঁহায়—শ্রীজগন্নাথদেবে এবং শ্রীগৌরহরিতে।

১৩৫। অজ্ঞতাবশতঃ তোমার মায়াবাদ ও ভক্তিমার্গের পার্থক্যোপলব্ধি নাই ; তজ্জন্য তুমি যে-প্রণালীতে নিজ-ভাব ব্যক্ত করিয়াছ, তাহা সুষ্ঠু হয় নাই, যেমন-তেমন হইয়াছে; কিন্তু সরস্বতী রচনাধিষ্ঠাত্রী হইয়া তোমার ঐ যেরূপ-সেরূপ বাক্যদ্বারাই স্বীয় আরাধ্য গৌরকৃষ্ণের স্তব করিয়াছেন।

১৩৭। গোপাঃ বাচালং (বহুভাষিণং) বালিশং (শিশুং মূর্খং বা) স্তব্ধম্ (অবিনীতম্) অজ্ঞং (পরিণামদর্শনহীনং) পণ্ডিত-মানিনং (পণ্ডিতম্মন্যং) মর্ত্ত্যং (মরণশীলং মানবং) কৃষ্ণম্ উপাশ্রিত্য (অবলম্ব্য) মে (মম) অপ্রিয়ম্ (অভিলষিত-বিরুদ্ধম্ অপমানং) চক্রুঃ। [নিন্দায়াং যোজিতাপীন্দ্রস্য বাচা শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণং স্তৌতি]—বাচালং (বাচা হেতুনা অলং সমর্থং শাস্ত্রযোনিং বেদ-প্রবর্ত্তকং) বালিশং (শিশুবৎ নিরভিমানং গর্ব্বহীনং) স্তব্ধম্ (অন্যস্য বন্দ্যস্য অভাবাৎ অনম্রম্) অজ্ঞং (নাস্তি জ্ঞঃ বুদ্ধিমান্ যস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং) পণ্ডিতমানিনং (পণ্ডিতানাং ব্রহ্মবিদাং বন্ধ-মোক্ষবিদাং বা বহুসেব্যং বহুমাননীয়মিত্যর্থঃ) মর্ত্ত্যং (ভক্তবাৎ-সল্যান্মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানং) কৃষ্ণং (সচ্চিদানন্দরূপং পরং ব্রহ্ম ইত্যাদিকং স্ফুটম্)।

১৩৮। সাম্ভাল—(হিন্দী-শব্দ), কাণ্ডজ্ঞান বা সাবধানতা ; চলিত ভাষায় 'সামাল'।

বিদ্বেষী জরাসন্ধের নিন্দোক্তির দৃষ্টান্ত ঃ—

জরাসন্ধ কহে,—"কৃষ্ণ—পুরুষ-অধম ।
তোমার সঙ্গে না যুঝিমু, 'যাহি বন্ধুহন্' ॥ ১৪৩ ॥

শুদ্ধসরস্বতীকর্ত্তৃক ঐ নিন্দোক্তিদ্বারা কৃষ্ণস্তুতি (১) 'পুরুষাধম' ঃ—

যাহা হৈতে অন্য পুরুষসকল—'অধম' ।
সেই হয় 'পুরুষোত্তম'—সরস্বতীর মন ॥ ১৪৪ ॥

(২) বন্ধুহন্ ঃ—

'বান্ধে সবারে'—তাতে অবিদ্যা 'বন্ধু' হয় ।
'অবিদ্যা-নাশক'—'বন্ধুহন্'-শব্দে কয় ॥ ১৪৫ ॥

বিদ্বেষী শিশুপালের নিন্দোক্তির দৃষ্টান্ত ঃ—

এইমত শিশুপাল করিল নিন্দন ।
সেইবাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন ॥ ১৪৬ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রাকৃত কবির ব্যবহৃত শব্দসমূহদ্বারা কৃষ্ণস্তুতি-ব্যাখ্যা, জগন্নাথরূপ দারুব্রহ্ম ও গৌরহরিরূপ জঙ্গম-ব্রহ্মের অভেদ-সংস্থাপন ঃ—

তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে 'নিন্দা' আইসে ।
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে 'স্তুতি' ভাসে ॥ ১৪৭ ॥
জগন্নাথ হন কৃষ্ণের 'আত্মস্বরূপ' ।
কিন্তু ইঁহা দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ ॥ ১৪৮ ॥

একই বিগ্রহ জগদুদ্ধারার্থ ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে দুইরূপে প্রকটিত ঃ—

তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা ।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ—দুইরূপ হঞা ॥ ১৪৯ ॥
সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা শক্তি ।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি ॥ ১৫০ ॥
সকল সংসারী-লোকের করিতে উদ্ধার ।
গৌর-জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার ॥ ১৫১ ॥

জগন্নাথের দর্শনে ও গৌরের প্রচারে জীবোদ্ধার ঃ—

জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার ।
সব দেশের সব-লোক নারে আসিবার ॥ ১৫২ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা ।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা ॥ ১৫৩ ॥
সরস্বতীর অর্থ এই কহিলুঁ বিবরণ ।
এহো ভাগ্য তোমার, যৈছে করিলা বর্ণন ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণনিন্দায় 'স্তোভ'রূপ নামাভাসোচ্চারণেই মুক্তি ঃ—

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ ।
সেই নাম হয় তার 'মুক্তির' কারণ ॥" ১৫৫ ॥

কবির বৈষ্ণব-চরণে আত্মসমর্পণ ঃ—

তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া ।
সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা ॥ ১৫৬ ॥

পূর্ব্বে ভক্তগণের কৃপা-হেতু মহাপ্রভুর কৃপালাভ ঃ—

তবে সব ভক্ত তারে অঙ্গীকার কৈলা ।
তার গুণ কহি' মহাপ্রভুরে মিলাইলা ॥ ১৫৭ ॥

কবির সন্ন্যাসধর্ম্মগ্রহণ ও পুরীতে বাস ঃ—

সেই কবি সর্ব্ব ত্যজি' রহিলা নীলাচলে ।
গৌরভক্তগণের কৃপা কে কহিতে পারে ?? ১৫৮ ॥

মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ-লীলা ও রামানন্দ-মাহাত্ম্য বর্ণিত ঃ—

এই ত' কহিলুঁ প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ ।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণকথার শ্রবণ ॥ ১৫৯ ॥
তার মধ্যে কহিলুঁ রামানন্দের মহিমা ।
আপনে শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা ॥ ১৬০ ॥

বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাহেতু অনভিজ্ঞ কবিরও প্রভুকৃপা-লাভ ঃ—

প্রস্তাবে কহিলুঁ কবির নাটক-বিবরণ ।
অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ ॥ ১৬১ ॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-লাভ ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা—অমৃতের সার ।
একলীলা-প্রবাহে বহে শত-শত ধার ॥ ১৬২ ॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যেই পড়ে, শুনে ।
গৌরলীলা, ভক্তি-ভক্ত-রস-তত্ত্ব জানে ॥ ১৬৩ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতনচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্ন-মিশ্রোপাখ্যানং নাম পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৩। না যুঝিমু, 'যাহি বন্ধুহন্'—হে বন্ধুনাশক, তুমি যাও; তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

১৪৩। জরাসন্ধ কৃষ্ণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—"হে পুরুষাধম, হে বন্ধুহন্, যাও, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব না।" এই জরাসন্ধ-বাক্যদ্বারা শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণের স্তব করিতেছেন—পুরুষাধম-শব্দে (বহুব্রীহি-সমাস)—যাঁহা হইতে পুরুষগণ অধম অর্থাৎ 'পুরুষোত্তম'। সংসারে যে উন্নতি আশা করে, সেই বন্ধু ; মায়া বা অবিদ্যাই 'বন্ধু', মায়া বা অবিদ্যা-হননকারী ব্যক্তিই 'বন্ধুহা' ; সম্বোধনে—'বন্ধুহন্'।

১৪৬। শিশুপাল যে-বাক্যে কৃষ্ণকে নিন্দা করিয়াছিল, তাহাতেও এইপ্রকারে শুদ্ধা সরস্বতী কৃষ্ণের স্তুতি করেন।

ইতি অনুভাষ্যে পঞ্চম পরিচ্ছেদ।